দৈনন্দিন
ইসলাম শিক্ষা

(তাজবীদ)

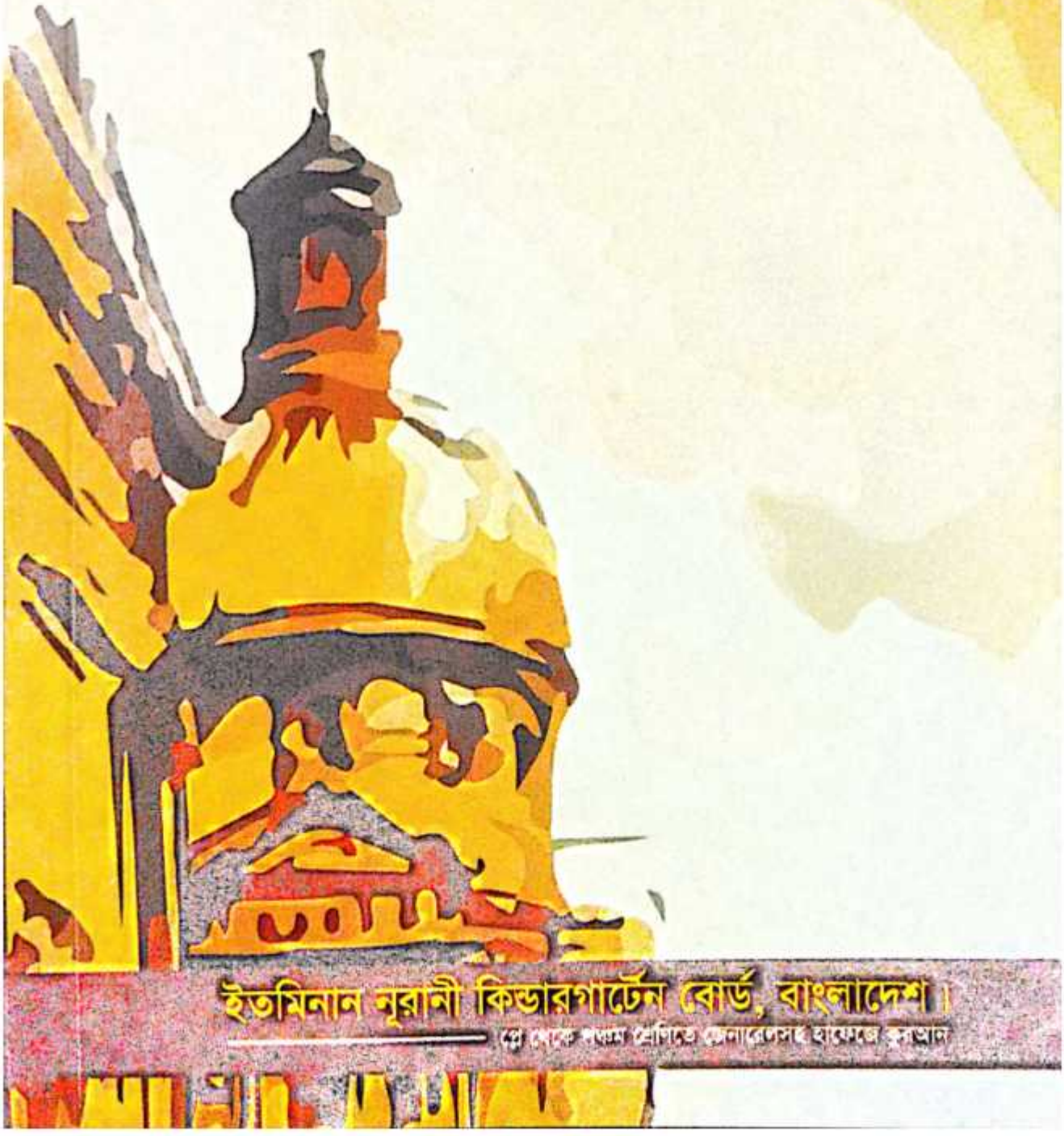

ইতমিনান নূরানী কিন্ডারগার্টেন বোর্ড, বাংলাদেশ।

তাজবীদ

হরকতের পরিচয়

এক যবর, এক যের, এক পেশকে হরকত বলে।

হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

- এক যবর (ـَ) = بَ
- এক যের (ـِ) = بِ
- এক পেশ (ـُ) = بُ

তানবীন

দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানবীন বলে।

১. দুই যবর (ـً) = بً

২. দুই যের (ـٍ) = بٍ

৩. দুই পেশ (ـٌ) = بٌ

মাদ্দের পরিচয়

মাদ্দ অর্থ টেনে পড়া।

হরকতের উচ্চারণ টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা:

১. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ا) মাদ্দের হরফ। যেমন : بَا

২. পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وْ) মাদ্দের হরফ। যেমন : بُوْ

৩. যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (يْ) মাদ্দের হরফ। যেমন : بِيْ

জযম ও তাশদীদের চিহ্ন

জযম : হরফের উপরে মাথা বাঁকা এই (◌ْ) চিহ্নকে জযম বলে।

জযম ওয়ালা হরফ তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে এক সাথে একবার পড়া হয়। যেমন : اَبْ ـ اَتْ

তাশদীদ : তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্নকে (◌ّ) তাশদীদ বলে। তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুই বার পড়তে হয়। প্রথমবার তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে। দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে। اَبَّ ـ اَتَّ

ক্বলক্বলা

ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। যথা : ق ـ ط ـ ب ـ ج ـ د

এই ৫টি হরফে জযম হলে ক্বলক্বলা করে পড়তে হয়। যেমন : اَقْ ـ اَطْ ـ اَبْ ـ اَجْ ـ اَدْ

ওয়াজিব গুন্নাহ

হরকতের বামে নুনে বা মিমে তাশদীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। এটাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।

যেমন : اَنَّ ـ اَمَّ

নুন সাকিন ও তানবীনের বিবরণ

জযম ওয়ালা নুনকে নুন সাকিন বলে।

যেমন : اَنْ ـ اِنْ ـ اُنْ

(◌ً) দুই যবর, (◌ٍ) দুই যের, ও (◌ٌ) দুই পেশকে তানবীন বলে। যেমন : ءً ـ ءٍ ـ ءٌ

১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরজ গুলোর তারতীব ঠিক রাখা। ফতোয়া হিন্দিয়া: ১২৯

১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা। ফতোয়া হিন্দিয়া: ১২৮

১৪. 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা। আবু দাউদ: ৯৭৫

নামাযে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ১২টি

১. দুই হাত উঠানো। আবু দউদ: ৭২২

২. দুই হাত বাঁধা। আবু দাউদ: ৭২৮, তিরমিযি: ২৫২

৩. সানা পড়া। মুসলিম: ৯১৮

৪. আউযুবিল্লাহ পড়া। সূরা নাহল: ৯৮

৫. বিসমিল্লাহ পড়া। জামিউল মাসানীদ: ১/৩৪৭ তিরমিযি :২৪৪

৬. আলহামদুর পর আমিন বলা। বুখারী: ৭৮০

৭. প্রত্যেক উঠা-বসায় আল্লাহু আকবার বলা। বুখারী: ৭৮৯

৮. রুকুর তাসবীহ্ বলা। সুনানে' আবু দাউদ: ৮৬৯, তিরমিযি: ২৬২

৯. রুকু হতে উঠার সময় সামিআল্লা'হুলিমান হামিদাহ্ রব্বানা লাকাল-হামদ বলা। বুখারী: ৭৩২/৭৩২

১০. সেজদার তাসবীহ্ বলা। তিরমিযি: ২৬২

১১. দুরুদ শরীফ পড়া। সহীহ মুসলিম: ৯৩৪

১২. দোয়ায়ে মাসুরা পড়া। বুখারী: ৮৩৪

হাদিস শরিফ

১. اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

বাংলা উচ্চারণ : আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল ক্বলীল।

অর্থ : তোমার ঈমানকে খাঁটি কর, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। জামে তিরমিযি: ২৯০৭

২. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

বাংলা উচ্চারণ : খয়রুকুম মানতা আল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহ।

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কোরআন মাজিদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। সহীহ বুখারী: ৫০২৭

৩. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

বাংলা উচ্চারণ : ত্বলাবুল ইলমি ফারিদতুন আলা কুল্লি মুসলিম।

অর্থ : (দ্বীনি) ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। ইবনে মাজাহ: ২২৪

৪. اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

বাংলা উচ্চারণ : আত্তুহুরু সাত্বরুল ঈমান।

সহীহ মুসলিম: ২২৩

অর্থ : পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।